গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.১৫৪.১৮.৩৫৯ তারিখ: ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
১৭ নভেম্বর ২০২২

বিষয়: **সচিব-সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৭১২.০৬.০০৮.২১.১০২, তারিখ: ০৩/১১/২০২২ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ১৮/০৮/২০২১ খ্রি.তারিখে অনুষ্ঠিত সচিব-সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ০৬ (ছয়) পাতা।

১৭-১১-২০২২
মো: আলী হায়দার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০১০৮৩
ইমেইল: csmoys66@gmail.com

সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব, প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.১৫৪.১৮.৩৫৯/১(৪) তারিখ: ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
১৭ নভেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) যুগ্মসচিব, সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) উপসচিব, সমন্বয় ও আইন অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।

১৭-১১-২০২২
মো: আলী হায়দার

সিনিয়র সহকারী সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সচিব-সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন:

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভালো কাজ করলে পুরস্কার প্রদান ও অন্যায় করলে শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা, জনগণের সেবা, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক কাজের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণয়নকৃত এপিএ ও শুদ্ধাচার ব্যবস্থা জোরদারকরণের কর্মপরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা ও আওতাধীন কার্যালয়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা এবং এ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি প্রতি ৩ মাস অন্তর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়। ভালো কাজের জন্য শুদ্ধাচার নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবছর অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কার দেয়া হয়। এ পুরস্কারের মধ্যে ১টি ক্রেস্ট, সনদপত্র ও ১ মাসের মূলবেতনের সমপরিমান ভাতা প্রদান করা হয়। এ যাবৎ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে মোট ৪২০ জনকে ভাল কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার দেয়া হয়েছে। সরকারি কর্মচারী শৃংখলা পরিপন্থি, অন্যায় আচরণ ও কর্মকান্ডের জন্য বিধি মোতাবেক দন্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় মামলা ও প্রয়োজনে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৫০৬টি বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২৯৩ জনকে বিধি মোতাবেক বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। সেবা প্রদানে সেবা গ্রহণকারীদের ভোগান্তি হ্রাস করার নিমিত্ত অনলাইন ভিত্তিক সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং বিভিন্ন সেবার সহজীকরণ পদক্ষেপ অব্যাহত আছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণে গত ২০ জুন হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত অর্থবছরে পরিষদের ০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোন কাজ করলে চাকুরি বিধি অনুসারে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্রীড়া পরিদপ্তর ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং ভালো কাজের প্রণোদনা প্রদানের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তপূর্বক ০৩ টি বিভাগীয় মামলা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জুলাই, ২০২২ হতে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে ১৯০ (একশত নব্বই) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

		ভাল কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৬ (ছয়) জনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং অক্টোবর ২০২২ মাসে ২৩ (তেইশ) জনকে একটি করে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হয়েছে। মন্দ কাজের জন্য অক্টোবর ২০২২ মাসে ০১ (এক) জনকে চাকরি থেকে অপসারণ দন্ড এবং ০১ (এক) জনকে ০১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে বন্ধ রাখার দন্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাসে ০৩ (জনের) বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগনামা আনয়ন করা হয়েছে। <u>শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট</u> দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। <u>বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন</u> বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ভালো কাজের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান এবং অন্যায় কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।
২	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত ও কার্যকর করার জন্য সচিবগণকে অধিকতর সজাগ ও সম্পৃক্ত হতে হবে;	<u>জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ</u> বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চলমান সকল প্রকল্পের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত নির্দেশনা মোতাবেক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। <u>বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান</u> রাজশাহী বিভাগে বিকেএসপি'র আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রমের গুণগত মান সঠিক রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নিমিত্তে গত ০২ ও ০৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং গত ০২ ও ০৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মহাপরিচালক সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।
৩।	সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির অপব্যবহার যাতে কেউ করতে না পারে সেজন্য চুক্তির শর্তাবলী বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং চুক্তিতে অস্পষ্টতা পরিহারসহ নির্দিষ্ট সময় পরপর শর্তসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সময়োপযোগী করতে হবে।	<u>বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন</u> ফাউন্ডেশন কর্তৃক সরকারের সঙ্গে সম্পদিত চুক্তির শর্তাবলির বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং চুক্তিতে অস্পষ্টতা পরিহারসহ নিদিষ্ট সময় পরপর শর্তসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সময়োপযোগী করা হয়।

৪।	কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সন্তোষজনক অবস্থায় উপনীত হলে স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	<u>বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান</u> কোভিড-১৯ পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি লাভ করায় এ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনপূর্বক বিকেএসপি'র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
৫।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং প্রত্যেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আলোচনা করে কীভাবে অনলাইন পাঠদান শুরু করা যায় তার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	-
৬।	কৃষি জমির পরিমাণ সীমিত বিধায় অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।	-
৭।	এলাকাভিত্তিক ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিল্পায়নের কারণে যেন পরিবেশ দূষণ না হয় এবং কৃষি জমি হ্রাস না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।	-
৮।	পরিবেশ ও প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে। পাহাড় ও টিলা অধ্যুষিত এলাকার পরিবেশ রক্ষা এবং ভূমিধস প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।	-
৯।	জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবিলায় ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত অনেক কাজ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের করার সুযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।	-
১০।	নদ-নদী, খাল, হাওড়-বাঁওড়ে খনন, নাব্যতা পুনরুদ্ধার, দখলমুক্তসহ জলজ অঞ্চল তীরবর্তী ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	-
১১।	করোনাকালীন অর্থনীতির চাকা সচল এবং উন্নয়নের গতি বজায় রাখার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।	<u>যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর</u> করোনাকালীন অর্থনীতির চাকা সচল এবং উন্নয়নের গতি বজায় রাখার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কঠোর স্বাস্থ্যবিধি পালন করে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বেকার ও কর্মপ্রত্যাশী যুবদের যে সমস্ত ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব তা চলমান রাখা হয়েছে এবং আত্মকর্মী ও যুব উদ্যোক্তাগণ করোনাকালীন অনলাইনে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিনিয়ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও যুব উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রির জন্য সহযোগিতা করেছে। এছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রণীত রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম নিয়ামক শক্তি যুবসমাজের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা,২০২১ প্রণীত হয়েছে। <u>বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন</u> নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হবে।

১২।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পুরাতন জেলখানার পাগলা গারদের নিকটবর্তী যে সেলে রাখা হতো সেটি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	-
১৩।	নবনির্মিত ফায়ার সার্ভিস স্টেশনসমূহে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	-
১৪।	ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে ফসলের ন্যায্যমূল্য অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।	-
১৫।	বেইলী রোডে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য নির্মিত “শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের” স্যুভেনির শপে পার্বত্য এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।	-
১৬।	করোনা মোকাবিলায় সকলকে একযোগে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	<u>যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর</u> করোনা মোকাবিলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, মাঠ কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাপ্তরিক কার্যক্রম আন্তরিকতার সাথে সচল রাখার জন্য প্রধান কার্যালয় হতে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। বর্তমানে করোনার প্রকোপ কমে গেলেও কর্মকর্তা-কর্মচারী ও যুব প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়টি লক্ষণীয়ভাবে জাগরূক রয়েছে। সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। <u>জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ</u> করোনা মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে মেডিক্যাল স্টোর চালু এবং মাস্ক, গ্লাভস, চশমা, ইউনিফর্ম, স্যানিটাইজার ও জীবাণুনাশক উপকরণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিতরণ করা হচ্ছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যেন সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করেন সময়ে সময়ে তার নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। <u>ক্রীড়া পরিদপ্তর</u> করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বিধি মেনে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের ব্যয় সংকোচনে যানবাহনে জ্বালানী ব্যয়, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক ২০% ব্যয় কমানো হয়েছে। <u>বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান</u> করোনা মোকাবিলায় সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালিত হচ্ছে। <u>শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট</u> সচেতনতা বৃদ্ধি, মাস্ক ব্যবহারসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

		<u>বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন</u> নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হবে।
১৭।	দুর্নীতি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	<u>যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর</u> যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ঋণ প্রদানে যাতে দুর্নীতি না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, মনিটরিংসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালায় সরকারি কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এছাড়া দুর্নীতি রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'জিরো টলারেন্স' নীতির আলোকে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে এবং বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। <u>জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ</u> দুর্নীতি বন্ধে মাসিক সভায় নিয়মিত নির্দেশনা প্রদানসহ কার্যকরী পদক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। <u>ক্রীড়া পরিদপ্তর</u> ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তপূর্বক ০৩টি বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তৈরী করা হয়েছে। <u>বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান</u> গত ০৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে দুর্নীতি বন্ধের লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সমন্বয়ে একদিনের কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। <u>শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট</u> দুর্নীতি বন্ধে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। <u>বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন</u> নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হবে।
১৮।	শুধু সরকারি কর্মচারী হিসাবে নয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক ও জনগণের সেবক হিসাবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগে সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	<u>যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর</u> যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অব্যাহতভাবে বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া এপিএ চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে আত্মশুদ্ধি অর্জনসহ দেশ ও জাতির কল্যাণে স্ব স্ব দায়িত্ব মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাস্তবায়নে একাত্মতা ঘোষণাসহ আলোচনা করা হয়। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সেবক হিসেবে কর্মচারীদেরকে সরকারি কর্মে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

		জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিটি মাসিক সভায় জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করার জন্য সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন, অভিযোগ ও প্রতিকার, ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণ এবং ই-ফাইল বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু সরকারি কর্মচারী হিসাবে নয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক ও জনগণের সেবক হিসাবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার বিষয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ, অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভা ও অভ্যন্তরীন অন্যান্য সভায় সকলকে উৎসাহ প্রদানসহ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট দেশপ্রেমিক নাগরিক ও জনগণের সেবক হিসাবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগে বিভিন্ন সভায় সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হবে।
১৯।	সামরিক শাসনামলে জারিকৃত ৫১টি অধ্যাদেশ ২২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে অদ্যাবধি অনিষ্পন্ন রয়েছে যা আগামী ডিসেম্বর/২০২১ মাসের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করতে হবে।	-
২০।	আগামীতে নিয়মিত সচিব-সভা আয়োজন করাসহ প্রয়োজনে একাধিক দিনব্যাপী সচিব-সভা আয়োজন করা যেতে পারে।	-